সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ জনের দৌড়ঝাঁপ

দীর্ঘ ১৬ বছর পর আগামী ২৮ অক্টোবর মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল ২০০৩ সালের ৩০ জুন। তারপর ২০১৫ সালে হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক জটিলতার কারনে সে সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষে প্রতিটি জায়গায় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনের সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারই অংশ হিসেবে আগামী ২৮ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সম্মেলন।

এবারের সম্মেলন নির্বাচনের মাধ্যমে হতে পারে বলে জানা গেছে।
এই সম্মেলনকে ঘিরে ইতি মধ্যে শুরু হয়েছে প্রার্থীদের দৌড়ঝাপ। এতো বছর পর কে হবে শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি, কে হবে সাধারণ সম্পাদক। এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মীদের মাঝে।
আগামী ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শহর আওয়ামী লীগের সম্মেলন। এই সম্মেলন এ সভাপতি প্রার্থী হিসেবে নাম শোনা যাচ্ছে ৩ জনের এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে ৫ জনের।
৩ জন সভাপতি প্রার্থীর মধ্যে রয়েছে বর্তমান শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক ইকবাল হোসেন বুলবুল ও মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।

৫ জন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর মধ্যে রয়েছে, বর্তমান শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য অ্যাড. খ. ম. ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, শহর ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম খান, সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল ও জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নিশান সাবের।

সভাপতি প্রার্থী ইকবাল হোসেন বুলবুল বলেন, আমি বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি আওয়ামীলীগ পরিবারের সন্তান। সততা ও নিষ্ঠার সাথে দলীয় প্রতিটি কাজ করেছি। আমি আশা করছি আগামী ২৮ অক্টোবর শহর

আওয়মীলীগের সম্মেলনে দল ও দলীয় কর্মীরা আমাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করবে।

সভাপতি প্রার্থী আক্কাস আলী বলেন, ২০০৪ সালের পর থেকে আমি মেহেরপুর শহর আওয়মীলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে কাজ করছি। দীর্ঘ বছর পর আবার শহর সম্মেলন হতে চলেছে। এবার আমি সভাপতি প্রার্থী হিসেবে আছি। আমি আশা করছি দীর্ঘ বছরের কাজের ভিত্তিতে দলীয় কর্মীরা আমাকে সর্মথন করবে।

সভাপতি প্রার্থী সাজ্জাদুল আনাম বলেন, আমি দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাথে জড়িত। আপনারা জানেন আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলাম, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলাম। আমার রাজনীতিতে কোন দায়িত্বহীনতা ছিল না। সে হিসেবে আমি আশা করছি দলীয় কর্মীরা আমাকে শহর সভাপতি হিসেবে সাদরে গ্রহণ করবে।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নিশান সাবের বলেন, আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে যুবলীগ ও পরে আওয়ামীলীগের সাথে জড়িত। দীর্ঘ রাজনীতির বয়সে আমি সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। প্রতিটি মানুষের একটি উচ্চ আকাঙ্খা থাকে সে হিসেবে আমি আগামী শহর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হয়েছি। আমি আশা করি সুন্দর পরিবেশে যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসবে।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মফিজুর রহমান বলেন, আমি মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার পরিবার আওয়মীলীগ, আমি আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত দীর্ঘদিন ধরে। প্রগতিশীল মানসিকতা সুস্থ্য ধারার রাজনীতির মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অবিচল আস্থা রেখে সংগঠনে কাজ করতে চাই। আমি মনে করি আগামী ২৮ অক্টোবর মেহেরপুর শহর সম্মেলনে আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলীয় কর্মীরা মনোনিত করবে।

সধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল বলেন, আমি বাংলাদেশ আওয়ীলীগের সাথে জড়িত দীর্ঘদিন যাবত সেই সাথে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০৩ সালের ৩০ জুন সর্বশেষ শহর সম্মেলনে ইকবাল হোসেন বুলবুল ও আমি প্যানেলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু বর্তমান কমিটির সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ও সাধারণ সম্পাদক

আক্কাস আলী প্যানেলের কাছে পরাজিত হই। আমি স¦চ্ছ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগকে আরও শক্তিশালী সুসংগঠিত করতে সম্মেলন করা হচ্ছে। আমি আশা করি এই সম্মেলনে দলীয় কর্মীরা আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ভোট দিবে।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সেলিম খান বলেন, আমি এরশাদ হঠাও আন্দোলন থেকে শুরু করে বিএনপির আমলে সাহসের সাথে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম। এখন সময় এসেছে ভালো কিছু করার। তাই আগামী শহর সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছি।

এছাড়াও মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শহর আওয়ামীলীগের সম্মেলন নিয়ে বর্তমান সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর পর আবার মেহেরপুর শহর সম্মেলন হতে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি এই কাউন্সিলের মাধ্যমে সঠিত নেতৃত্ব উঠে আসবে। এ সময় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সময় শহর আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করেছি। আগামীতে যদি আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে চাই তবে জেলা আওয়ামীলীগে সাংগঠনিক দায়িত্বে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

মর্তুজা ফারুক রুপক

আবরার হত্যার বিচার বিভাগী তদন্ত দাবি ড. কামালের

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, মত প্রকাশের কারণে কাউকে পিটিয়ে হত্যা সংবিধানের ওপরে আঘাত।
গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারের দাবি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ সম্মেলনের

- নিজস্ব প্রতিনিধি

ফেসবুক স্ট্যাটাসে বহিষ্কার আ’লীগ নেতা যা বললেন

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তিগুলো নিয়ে ফেসবুকে লেখা পোস্ট করায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে ডা. শেখ বাহারুল আলমকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
এর আগে বুধবার রাতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় ডা. শেখ বাহারুল আলমকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার কেন করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন প্রবীন এ আওয়ামী লীগ নেতা।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি বলেন, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনতে হলে অবশ্যই অভিযুক্ত সদস্য বা নেতাকে নোটিশ দিতে হয়। কী বক্তব্যে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে, তা তাকে জানাতে হয়। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। প্রয়োজন হলে তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়। এর কোনোটাই জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেননি। নির্ধারিত কোনো সভাও ছিল না।
তিনি বলেন, ওইদিন যে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সে সভা পূর্বনির্ধারিত কোন সভাও ছিল না। সভায় আমার বিষয়টি নিয়ে কোনো এজেন্ডাও ছিল না। অন্য একটি বিষয়ে সভা চলছিল। সেখানে থেকে নেতাকর্মীদের ডেকে এনে অগঠনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
তার স্ট্যাটাসটি হুবহু যুগান্তরের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- ‘ভারত – বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বলা হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত – বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও অধিকার চরম উপেক্ষিত দুর্বল অবস্থানে থেকে বন্ধু-প্রতিম শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের

সঙ্গে বৈঠকে -ফলাফল শক্তিধরের পক্ষেই আসে। বাংলাদেশ- ভারত উভয়-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক নাম দেওয়া হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয় দুর্বল রাষ্ট্রকে।
ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সকল স্বার্থই আদায় করে নিয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে এখনও ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি।
১) দীর্ঘদিনের আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় স্থান পায়নি ।
২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ হুংকার দিয়েছে নাগরিক পঞ্জীতে বাদ পড়া জনগণকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হবে। তারপরেও এবারের সমঝোতা চুক্তিতে ‘অভ্যন্তরীণ’ অজুহাতে বিষয়টি স্থান পায়নি।
৩) বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থী মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবসনের বিষয়ে ভারত কিছু বলে নি ।
৪) তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে চুপ থাকলেও বাংলাদেশ অংশের ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জল হিসাবে প্রতিদিন ১.৮২ কিউসেক টেনে নেবে ভারত । এ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে।
৫) বাংলাদেশের জনগণের তরল গ্যাসের চাহিদা পূরণের ঘাটতি থাকলেও ভারতে তরল গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং যৌথভাবে সে প্রকল্প উদ্বোধনও হয়েছে।
৬) চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারিত হলেও বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য ভারতের কোনও বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।
অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও বাংলাদেশ পানি ও গ্যাস সরবরাহ দিয়ে মানবিকতার প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষিত রেখে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে।
শক্তিধর প্রতিবেশীর আধিপত্যের চাপ এতোই তীব্র যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে কিনা আশংকা হয়। কারণ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে মেনে নিতে হচ্ছে।’
- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের মৌন মিছিল

বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে হত্যার বিচারের দাবিতে মৌন মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় তেকে মিছিলটি বের করা হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইন, সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বীন রফিক সিজার, সহ-সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, সোহানুর রহমান সোহাগ, সাজেদুর রহমান বিপ্লব, যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা মোঃ নাজমুল ইসলাম সহ ছাত্রদলের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই দেশ মালয়েশিয়া- সিঙ্গাপুরের মত হতো — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে অনেক আগেই আমদের দেশ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের মত উন্নত দেশে পরিণত হতো। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে অসাধু ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্ধেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

শুক্রবার বিকালে গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশ রতœ শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মত ক্ষমতায় আছেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে যে পরিমান উন্নয়ন হয়েছে তা বিশ্ববাসীর কাছে সপ্নের মত। কিভাবে এতা অল্প সময়েল মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় লাগামহীন ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিশ্ব নেতারা এখন বাংলাদেশ সফর করে যাচ্ছে। ইতি মধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহ প্রকাশ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যখন বিএনপি জামায়াতরা ক্ষমতায় ছিল তখন দেশ দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশের সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে। দেশের জনগন সার তেলের জন্য হাহাকার করেছে। দেশে চোর ডাকাত সন্ত্রাসের কারনে রাস্তায় বের হওয়া মুশকিল ছিল। কিন্তু এখন দেশের মানুষ শান্তিতে আছে। চোর ডাকাত বলে কিছু নেই। সেই সাথে মেহেরপুরের মানুষ এখন ২৪ ঘন্টা নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছে। এখন আর রাত জেগে গ্রাম পাহারা করতে হয় না। গরু- ছাগল মাঠের ফসল সব কিছু পড়ে থাকলেও হাত দেওয়ার মত আর লোক নেই। আপনারা জানেন মেহেরপুরে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই সাথে যে পরিমান বরাদ্দ আমরা পেয়েছি তা দিয়ে মেহেরপুরকে মডেল জেলা হিসেবে রুপান্তর করা হবে।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ জামানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. ওয়াসিম আলী, সানোয়ার হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ফুল চাদ মোল্লা, ২নং ইউপি সদস্য শরিফুদ্দিন।

জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাম বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল আনাম বকুল, জেলা আওয়ামী লীগের ও জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা, জেলা যুবলী গের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল প্রমুখ ।

অনুষ্ঠঅন সঞ্চালনা করেন জেলা আওয়ামীলীগের উপ প্রচার সম্পাদক শ্বাশত নিপ্পন।

‘মসজিদের নগরীকে ক্যাসিনোর শহর বানানো হয়েছে’

মসজিদের শহর ঢাকাকে এখন ক্যাসিনোর শহরে পরিণত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেছেন, মিথ্যা উন্নয়নের নামে দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারনা করা হয়েছে। আজকে ঢাকা শহরকে জুয়াড়িদের শহরে পরিণত করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে এই মানবন্ধনের আয়োজন করে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব।
ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। অতীতে পাকিস্তানিরাও পারেনি। আপনারাও করতে পারবেন না।

খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি। যিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে গণতন্ত্রের লড়াই করছেন। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। কারণ তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। এ জন্যই তাকে কারাবন্দী করা হয়েছে। সরকার হয়তো ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে নির্বাচন, প্রশাসন, ও অর্থনীতি সবকিছু দখল করে রেখেছে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। পাকিস্তানিরাও পারেনি। এই সরকারও পারবে না।

ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব অধ্যাপক ডা. আবদুস সালামের পরিচালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামীমুর রহমান শামীম, ড্যাবের কোষাধ্যক্ষ ডা. শাকিল, সহসভাপতি ডা. শহিদুল ইসলাম সিরাজ, দফতর সম্পাদক ফখরুজ্জামান ফখরুল, মাসুদ রানা, রংপুর বিভাগের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মারুফ হাসান, শহিদুল ইসলাম, ডা. শেখ ফরহাদ, ডা. বদর উদ্দিন, যুগ্ম মহাসচিব ডা. রফিকুল ইসলাম, ডা. একেএম ফরিদ উদ্দিন, ডা. মেহেদী হাসান প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শামসুজ্জামান দুদুকে গ্রেফতারের দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুকে গ্রেফতারের দাবী তুলে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগের দুটি পক্ষ। মিছিল শেষে চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বরে দুদুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে মিছিল চলাকালে শহরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এলাকায় দুদুর পৈত্রিক বাড়িতে হামলা চালায় একদল যুবক। ভাঙচুর করা হয় বাড়ির বেশ কিছু আসবাবপত্র। বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এসব ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ছাত্রলীগের একটি অংশ শহরের কবরী রোডের আওয়ামীলীগ কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাইমেন হাসানা জোয়ার্দ্দার অনিক। মিছিটি শহরের শহীদ হাসান চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। মিছিলকারীরা সেখানে দুদুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। একই সাথে দুদুকে চুয়াডাঙ্গায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়। এসময় বক্তারা বলেন, একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টকশোতে

শামসুজ্জামান দুদু প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন।

একই দাবীতে রাত ৯টার দিকে অপর একটি মিছিল শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জানিফ। দুটি মিছিল থেকেই শামসুজ্জামান দুদুর গ্রেফতার দাবী করা হয়।

শামসুজ্জামান দুদুর ছোট ভাই জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজ্জামান বুলা জানান, হামলার সময় বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে বেসরকারী টেলিভিশন ডিবিসি নিউজের রাজকাহন টকশোতে অংশগ্রহণ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও বঙ্গবন্ধুর মত পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেপ্র/ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

খালেদ মাহমুদের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

রাজধানীতে অবৈধ ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ৮টা ২৫ মিনিটে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়।
খালেদের বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র ও মানি লন্ডারিং আইনে তিনটি মামলা করা হয়েছে। দুপুরে র্যাবের পক্ষ থেকে গুলশান থানায় মামলা গুলো করা হয়।
এর আগে আটক খালেদকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় র্যাব। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় গুলশান-২ এর নিজ বাসা থেকে খালেদ মাহমুদকে আটক করে র্যাব।

মেহেরপুরে গোভিপুরে প্রতিমন্ত্রীর জনসভা সফল করার লক্ষে প্রস্তুতি সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের জনসভা সফল করতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ।
আগামিকাল শুক্রবার বিকাল চারটায় গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুড়িপোতা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের উদ্যোগে এ জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।
জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ জামান। জনসভায় জেলা আওয়ামীলীগের নেতারা বক্তব্য দিবেন।
এ বিষয়ে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান মো. শাহাজামান জানান, ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন

আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ৩ টার দিকে ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনাসভা ও ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জায়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার জনসাধারণের সরকার, খেটে খাওয়া মানুষের সরকার, আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এলে যে উন্নয়ন হয় যা এর আগে অন্য কোন সরকার এসে দেশে এত উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়নি, এখন দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগের ভিতরে কিছু দুশ্চরিত্রা যোগদান করে, আওয়ামী লীগেকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, দুশ্চরিত্রা আওয়ামীলীগের সাথে মিশে উল্টোপাল্টা বুদ্ধি মাথায় গুঁজে দিচ্ছে, যা গরীব সাধারন মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একজন ইউপি চেয়ারম্যান হয় সরকারের দেওয়া শাওন বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা ও মাতৃকালীন ভাতার কার্ড গরিব অসহায় মানুষের কাছে ২ থেকে ৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করে নিচ্ছে, এরা নামধারী আওয়ামী লীগ করে। এরা সম্পূর্ণ জামাত ও বিএনপিপন্থী একটা চক্রান্ত। তাই আমাদেরকে সঠিকভাবে আওয়ামীলীগ করতে হবে এবং দলকে উদ্দীপক করে রাখবো ও দেশকে শক্তিশালী পড়বো এবং দল থেকে শত্রুমুক্ত করব। যাতে জামাত-বিএনপির গ্রন্থি কোন চক্রান্ত এসে আওয়ামী লীগ দল কে শত্রু করতে পারে সেদিকে আমরা নজর রাখব।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু। উদ্বোধক ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ মোল্লা, খুস্তার জামিল, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সদর সাবেক মেয়র

রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ উজজামান লিটু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আফজাল হোসেন, আলমডাঙ্গা থানার ইনচার্জ অফিসার ইন্সপেক্টর মুন্সি আসাদুজ্জামান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অ্যাড. সানমুন আহমেদ ডন, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সচিব হাটবোয়ালিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজিবুর রহমান,জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আশরাফুজ্জামান বিশ্বাস নান্নু, বীর মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ আলম, কালু মন্ডল, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন শ্রমিকলীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসরাফ হোসেন রেনেসাঁ কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের পরিচালক শাহাবুল হক সন্টু, ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আশিক আহমেদ কলিন্স, সোহানুর রহমান সোহান, ভাংবাড়িয়া ইউপি সদস্য আমিনুল ইসলাম, সুমন মন্ডল, সাহিবুল ইসলাম, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি আজাদ আলী বিশ্বাস, আশরাফুজ্জামান মঞ্জিল, সোহরাব হোসেন, আনিসুর রহমান, আসমান হাকিম, অদূর আলী, মিনারুল ইসলাম, মোজাম আলী, ইউপি সাবেক সদস্য আব্দুস সালাম, বিল্লাল হোসেন, শহিদুল ইসলাম, জুয়েল রানা, মিলন হোসেন, জিয়াউর রহমান, হাসান আলী, ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল লতিফ, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, আসিফ জাহান, আব্দুর রহিম, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ন আহবায়ক ও ইউপি চেয়ারম্যান আবু তাহের আবু, আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ওমর লিটন মিয়া, মোয়াজ্জেম হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন, বশির উদ্দিন, হাটবোয়ালিয়া বাজার কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন, আরশাদ আলী, মহিদুল ইসলাম, লিটন হোসেন প্রমুখ।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে, আশাবুল হক ঠান্ডু কে সভাপতি ও সাজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মেপ্র/ আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি